গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

গ্রামবাংলার গনমানুষের ব্যাংক

মুখবন্ধ

দেশের সর্ববৃহৎ বিশেষায়িত ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৯৭৩ সালে প্রেসিডেন্সি অর্ডার নং.২৭ এর বলে স্থাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যাংকটি গ্রাহক নির্বাচন ও গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতনার সাথে বিধানাবলী অনুসরন করে আসছে। বর্তমানে ব্যাংকের ১০৩৮ টি শাখা রয়েছে এবং অত্র ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার জন্য শাখাসমূহের গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ নীতিমালা থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এছাড়া নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকদের নির্বাচনের জন্য সুস্পষ্ট মানদন্ড সম্বলিত আদর্শ গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে,যা গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নিশ্চিত করবে।

বর্তমান বিশ্বে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করতে ব্যাংকগুলিকে আরও বেশি গ্রাহকদের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য করছে। ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্য গ্রাহকেদের কাছে ব্যাংকের সর্বোত্তম পরিষেবাগুলি প্রসারিত করা। তবে সেই সাথে এটা মনে রাখাও গুরুত্বপূর্ন যে গ্রাহকরা আর্থিক সংস্থাগুলি বিশেষত ব্যাংকগুলিতে অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের ঝুঁকি তৈরী করে। সুতরাং গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালার অনুপস্থিতি গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুতর ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নির্ধারিত নিয়ম কাঠমোর মধ্যে সমস্ত গ্রাহকদের পরিষেবা নিশ্চিত করতে একটি সুসংজ্ঞাত গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ব্যাংকের নির্ধারিত প্রক্রিয়াগুলির পাশাপাশি গ্রাহক নির্বাচনে সহায়তার জন্য ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুদক্ষ বিবেচনাপূর্বক পর্যবেক্ষনের পর প্রয়োজনীয় সংশোধন ,পরিবর্তন,পরিমার্জন,পরিবর্ধন করে এই নীতিমালাটি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

নতুন গ্রাহক নির্বাচন ও বিদ্যমান গ্রাহক ব্যবস্থপনায় দিক নির্দেশনার জন্য নীতিমালা প্রনয়ন করার প্রক্রিয়াটি এ ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের একটি সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যা প্রয়োজনে পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করা যাবে।

প্রণয়নকৃত গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালাটি ইতোমধ্যে ৪২৫ তম ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা এবং ২৬ তম পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা অত্র ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) জনাব পারভীন আকতার ও উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO) জনাব আকতার হোসেন এর সুদক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে বিকেবি প্রধান কার্যালয়ের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল এর কর্মকর্তাদের নিরলস পরিশ্রমের ফসল।

এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জনাব সাইফুল ইসলাম ও কমিটির সদস্য জনাব হামিদুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত মতামত ,পরামর্শ ও এবং সংশোধনী নীতিমালাটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্বাঃ/-

মোঃ আলী হোসেন প্রধানিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কৃষি ব্যাংক ভবন
তারিখঃ

Board - 784
date - 17.02.2021

List of Abbreviations/সংক্ষিপ্তসার

AML&CFT -Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism

ATA-Anti Terrorism Act

BAMLCO-Branch Anti Money Laundering Compliance Officer

BFIU-Bangladesh Financial Intelligence Unit

CDD-Customer Due Diligence

CAMLCO-Chief Anti Money Laundering Compliance Officer

EDD-Enhanced Due Diligence

FATF-Financial Actions Task Force

IPs-Influential Persons

KYC-Know Your Customer

KYC'C-Know Your Customer's Customer

KYE-Know Your Employee

MLPA-Money Laundering Prevention Act

MLPR-Money Laundering Prevention Rules

PEPs-Politically Exposed Persons

PF-Proliferation Financing

RO-FI-Reporting Organizations-Financial Institutions

STR-Suspicious Transaction Report

SAR-Suspicious Activity Report

TF-Terrorist Financing

UNSCR- UN Sequrity Council Resolution

সূচীপত্র

ক্র.নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.০	ভূমিকা	১
২.০.	গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা কি?	১
৩.০.	নীতিমালার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগক্ষেত্র	২
৪.০.	গ্রাহকের সংজ্ঞা	২
৫.০	গ্রাহক পরিচিতির নীতি ও পদ্ধতি	২
৬.০	গ্রাহক সনাক্তকরণ ও গ্রাহক সনাক্তকরনের ক্ষেত্রে অর্ন্তভুক্ত বিষয়াদি:	২
৬.০১	গ্রাহক পরিচিতি (Know Your Customer - KYC)	৩
৬.০২	CDD (Customer Due Diligence)	৩
৬.০৩	CDD (Customer Due Diligence) সম্পাদন করা সম্ভব না হলে শাখার করণীয়	৪
৬.০৪	গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Enhanced Due Diligence-EDD)	৫
৬.০৫	ব্যক্তিগত হিসাব	৫
৬.০৬	যৌথ হিসাব	৭
৬.০৭	ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে	৮
৬.০৮	কর্পোরেট বডি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব	৯
৬.০৯	অংশীদারীত্ব ও অনিবন্ধিত ব্যবসায়ের হিসাবঃ	১০
৬.১০	সোসাইটি, সমিতি , এনজিও , ক্লাব এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব	১১
৬.১১	নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন(এনবিএফআই)::	১১
৬.১২	দূতাবাসসমূহ	১২
৬.১৩	প্রভাবশালী ব্যক্তির (Influential Persons:IPs) ক্ষেত্রে করণীয়	১২
৬.১৪	পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সন (Politically Exposed Persons -PEPs) এর ক্ষেত্রে করণীয়:	১৩
৬.১৫	আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে করণীয়	১৪
৬.১৬	করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Correspondent Banking) সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে করণীয়	১৫
৬.১৭	সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহকের (Non face to face customer) ক্ষেত্রে করণীয়	১৬
৬.১৮	যথাযথ সনাক্তকরণ দলিলবিহীন ব্যক্তিবর্গের হিসাব	১৬
৬.১৯	নাবালক	১৬
৬.২০	নিরক্ষর ব্যক্তি	১৬
৬.২১	হিসাব খোলা /রিপোর্টিং কর্মকর্তার দায় দায়িত্ব	১৭
৭.০	*ওয়্যার ট্রান্সফার* (Wire transfer)	১৭
৭.০১	ওয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা	১৮
৮.০	অর্ডারিং, ইন্টারমিডিয়ারী ও বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকের করণীয়	১৯
৯.০	কার্ড/ইন্টারনেট ব্যাংকিং/মোবাইল ব্যাংকিং	২০
১০.০	আপনার গ্রাহকের গ্রাহককে জানুন (Know Your Customer's Customer)	২০
১১.০	কর্মচারী পরিচিতি (Know Your Employees)	২১
১২.১	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি /হিসাব পরিচালনার জন্য ম্যান্ডেট প্রদান	২১
১২.২	তহবিলে উৎস যাচাইকরণ	২২
১২.৩	ঠিকানা যাচাইকরণ	২২
১২.৪	ঠিকানা বা অন্য যেকোন পরিবর্তন	২২
১২.৫	যাচাইয়ের সময় ও সময়কাল	২২
১২.৬	দলিলাদির যথার্থতা	২২
১২.৭	রেকর্ড সংরক্ষণ	২৩
১২.৮	সংরক্ষণের যোগ্য রেকর্ডমূহ	২৩
১৩.০	লিগ্যাসী হিসাবের ব্যবস্থাপনা	২৩
	এক নজরে নীতিমালা	২৩

১.০ ভূমিকা ঃ

গ্রাহকরা ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার মূল শক্তি। গ্রাহক নেই কোন ব্যাংকিং কার্যক্রমও নেই। ব্যাংকের সম্পূর্ণরুপে টিকে থাকা এবং সাফল্য অর্জনের জন্য ও তারা একটি গুরুত্বপূর্ন অংশ। গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিকভাবে সাফল্যের চাবিকাঠি তবে এর বিপরীতে ব্যর্থতার নিয়ন্ত্রক ও হতে পারে। কখনও কখনও অপরাধীরা গ্রাহকরুপে ব্যাংকে প্রবেশ করে এবং মানিলন্ডারিং সহ সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

অবৈধ অর্থের উৎস গোপনকরণের মাধ্যমে সম্পদের বৈধতা দেয়ার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকেই মানিলন্ডারিং হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থ সন্ত্রাসের মাত্রাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উন্নত ও অনুন্নত প্রায় সকল দেশই অর্থ সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ দেশেই অর্থের অবৈধ লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে অবৈধ অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রমে। অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ সামাজিকভাবে বৈধতা দেয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত অর্থের উৎস গোপন করার জন্য মানুষ বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়। এ কারনে প্রতিটি ব্যাংকের গ্রাহকদের গ্রহনযোগ্যতার জন্য সুস্পষ্ট মানদন্ড রেখে সুস্পষ্ট গ্রাহকনির্বাচন নীতিমালা তৈরী করা উচিত। গ্রাহকনির্বাচন নীতিমালায় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ব্যাংকের সাথে যেকোন ধরনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সুস্পষ্ট মানদন্ডসমূহের উল্লেখ থাকতে হবে। ব্যাংকের জন্য একটি সুস্পষ্ট গ্রাহকনির্বাচন নীতিমালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন যাতে কোন ব্যাংক একাউন্ট বা অন্য কোন ব্যাংকিং পন্য /পরিষেবা ব্যাংককে ঝুঁকিতে ফেলতে না পারে।

ব্যাংকের নির্ধারিত নিয়ন্ত্রন কাঠামোর পাশাপাশি ব্যাংকের অভ্যন্তরীন নীতিমালার আওতায় সকল গ্রাহকের দ্রুত ও সার্বিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত গ্রাহক নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে। নতুন ও বিদ্যমান গ্রাহকদের উপর যথোপযুক্ত সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালার অন্যতম গুরুত্বপূর্ন অংশ।

২.০.গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা কি?

গ্রাহকরা ব্যাংকিং ব্যবসায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতায় গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করতে ব্যাংকগুলিকে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হচ্ছে। এ নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য সর্বোত্তম পরিষেবাগুলি প্রসারিত করা। কখনও কখনও গ্রাহকরা আর্থিক সংস্থাগুলি, বিশেষত ব্যাংকগুলিতে অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের ঝুঁকি তৈরী করে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কেওয়াইসি তে যথাযথ তথ্যের অপ্রতুলতা বা অনুপস্থিতির ফলে গুরুতর গ্রাহক ঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য গ্রাহকদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত উপায়গুলোকে প্রতিহত করা সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচিত। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এবং এন্টি টেররিজম (সংশোধন) আইন-২০১৩ এ বর্নিত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত যে কোন লেনদেন রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রতিটি ব্যাংকে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে এসব দায়িত্ব বা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ সঠিকভাবে পরিপালন করা সম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা হলো কারা কারা বিকেবির গ্রাহক হতে পারবে , গ্রাহক হতে হলে কি কি কাগজপত্রাদি ,দলিলাদি লাগবে, কি কি শর্ত মেনে চলতে হবে সে বিষয়ক সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। সেই সাথে নীতিমালায় ব্যাংকের যে সকল কর্মকর্তা হিসাব খোলার দায়িত্বে থাকবেন তার কি কি দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ননা দেয়া হয়েছে।

৩.০. নীতিমালার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগক্ষেত্র

গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১.গ্রাহক এবং কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচনে সুস্পষ্ট মানদন্ড প্রণয়ন করা।

২.এমএল / টিএফ এর উদ্দেশ্যে,ইচ্ছাকৃতভাবে বা অজান্তেই ব্যাংক ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা

৩. প্রযোজ্য আইন বা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ সনাক্ত এবং রিপোর্ট করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা

৪. হিসাব খোলরা জন্য গ্রাহক সম্পর্কিত যাবতীয় যাচাই পদ্ধতির প্রবর্তন করা এবং

৫. যে সব গ্রাহকরা গড় ঝুঁকির চেয়ে উচ্চতর ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের সনাক্ত করা।

প্রয়োগক্ষেত্র :

এই নীতিমালাটি কেবলমাত্র ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং এর বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকল জনসাধারনের মধ্যে প্রকাশ করা যাবেনা । তবে সম্ভাব্য বা আগ্রহশীল ঋণ/আমানত হিসাবধারীকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনে এর সংশ্লিষ্ট অংশ বিশেষ প্রকাশ করা যেতে পারে।

৪.০ গ্রাহকের সংজ্ঞা

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গ্রাহক বলতে নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে বুঝাবে :

১) ব্যাংকের সাথে হিসাব সংরক্ষণ করে বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এমন যে কোনো ব্যক্তি বা সত্ত্বা;

২) ব্যাংক হিসাব বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner); (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যার পক্ষে হিসাব পরিচালিত হয়

৩) বিদ্যমান আইনী কাঠামোর আওতায় কোনো হিসাবধারী, ট্রাস্ট বা লেনদেনের প্রকৃত সুবিধাভোগীর হিসাব পরিচালনার জন্য নিযুক্ত কোনো পেশাদার মধ্যস্থতাকারী (আইনজীবী, আইন পরামশর্ক প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট ইত্যাদি);

৪) কোনো ব্যক্তি বা সত্ত্বা কর্তৃক একক লেনদেনে সংঘটিত অধিক মূল্যের Occasional Transaction বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং অন্য কোন ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে এমন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট ব্যক্তি বা সত্ত্বা

(এক্ষেত্রে সংশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পেশা/প্রোফাইলের নিরীখে স্বাভাবিক লেনদেনের তুলনায় কোনো লেনদেন অস্বাভাবিক প্রতীয়মান হলে তা 'অধিক মূল্যের' বলে বিবেচিত হবে); এবং

৫) বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি বা সত্ত্বা ।

৫.০. গ্রাহক পরিচিতির নীতি ও পদ্ধতি

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য দেয়া হলে এবং তা ব্যবহার করলে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ জোরদারকরণে ইহা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যদি অসত্য (false) পরিচিতি প্রদান করে কোন গ্রাহক হিসাব খুলে জালিয়াতি (fraud) বা মানিলন্ডারিং কার্যক্রম করে থাকে, তবে তাকে অনুসন্ধান করা (trace) যায় না। গ্রাহকের মিথ্যা নাম, ঠিকানা বা জন্ম তারিখ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক তদন্তকালে সাক্ষাতকারের প্রয়োজন হলে গ্রাহকদের অনুসন্ধান করা যায় না। কাজেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং বিকেবিকে এর ঝুঁকি মুক্ত রাখার জন্য গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা যাচাই করা আবশ্যক।

৬.০. গ্রাহক সনাক্তকরণ ও গ্রাহক সনাক্তকরনের ক্ষেত্রে অর্ন্তভুক্ত বিষয়াদি:

গ্রাহক সনাক্তকরণ (CDD) ব্যবস্থাপনার একটি অত্যাবশকীয় অংশ । KYC এর জন্য শুধু দলিলাদি সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়, গ্রাহক সনাক্তকরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর নির্দেশনা মোতাবেক সকল রিপোর্ট এজেন্সিকে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও বাস্তব তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।

FATF এর সুপারিশ নং ১০ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত অবস্থায় কোন হিসাব খুলবে না এবং বিদ্যমান হিসাব বন্ধ করে দেবেঃ

১) গ্রাহকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য স্বাধীন তথ্য ও দলিলাদির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে না পারলে
২) প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্ণয় ও সনাক্ত করতে না পারলে
৩) ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও হিসাব খোলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে না পারলে
৪) গ্রাহকের লেনদেন ও অর্থের উৎস, গ্রাহক ও তার ব্যবসা সম্পর্কে লব্ধ ধারণা এবং গ্রাহকের ব্যবসা ও ঝুঁকির প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে ব্যাংক অবশ্যই তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে সঠিক ব্যক্তির সাথে লেনদেন করবে এবং অনুমোদিত হিসাব ও

লেনদেন পরিচালনাকারীকে সনাক্ত ও যাচাই করবে । এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে সম্ভাব্য গ্রাহকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে। এর ফলে কল্পিত হিসাব খোলা হতে ব্যাংক নিরাপত্তা পাবে।

৬.০১. গ্রাহক পরিচিতি (Know Your Customer -- KYC)

ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রতিটি শাখাকে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা যাচাই প্রক্রিয়া (KYC-Know Your Customer) সম্পাদন করতে হবে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গ্রাহকের পরিচিতি গ্রহণ ও যাচাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে :

(১) গ্রাহকের পরিচিতির পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য গ্রাহক কর্তৃক হিসাব খোলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্য বা উপাত্ত যাচাই প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে। উল্লেখ্য, এরূপ পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য গ্রহণ বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক বিবেচনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বা সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

(২) ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবধারী গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত অভিন্ন হিসাব খোলার ফরমে (Uniform Account Opening Form) নির্দেশিত পরিচিতিমূলক তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ ও উহার সঠিকতা যাচাই করতে হবে।

(৩) যদি গ্রাহকের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি হিসাব পরিচালনা করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ।

(৪) ট্রাস্টি ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক গ্রাহকের পক্ষে পরিচালিত হিসাবের ক্ষেত্রে তাদের আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা ও তার যথার্থতা নিরূপণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৫) হিসাবধারী ব্যতিত অন্য কাউকে (Walk-in Customer) লেনদেনে সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে (যেমনঃ ডিডি, টিটি, এমটি, পে-অর্ডার বা অনলাইন লেনদেন ইত্যাদি) এ ম্যানুয়েলের অন্যান্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

(৬) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে এনআইডি যাচাই সংক্রান্ত বিকেবির চুক্তি অনুযায়ী নতুন ঋণ প্রদান ও আমানত হিসাব খোলার সময় নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইট থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের এনআইডি যাচাই করে তার KYC সংক্রান্ত তথ্য ভেরিফিকেশন করতে হবে।

৬.০২. CDD (Customer Due Diligence)

(১) Customer Due Diligence (CDD) বলতে নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদির ভিত্তিতে গ্রাহকের পরিচিতি যাচাইকরণ ও সনাক্তকরণসহ হিসাবের লেনদেন মনিটরিং করাকে বুঝাবে। উল্লেখ্য যে, গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতি গ্রহণ এবং যাচাইকরণ (KYC), CDD প্রক্রিয়ার একটি অংশ।

(২) গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন পর্যায়ে CDD সম্পাদন করতে হবে -

(ক) গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সময়;

(খ) বিদ্যমান গ্রাহকের সাথে আর্থিক লেনদেন সংঘটনের সময়;

(গ) যখন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারন থাকবে যে ইতোপূর্বে গ্রাহকের পরিচিতির স্বপক্ষে যে তথ্য বা দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় বা সঠিক নয়; এবং

(ঘ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সাথে জড়িত এরূপ সন্দেহ হলে।

(৩) গ্রাহকের পরিচিতি এবং ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যাংক তাদের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করবে। "ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষ" বলতে বিদ্যমান নির্দেশনার আলোকে গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদি সংগ্রহপূর্বক CDD সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করাকে বুঝাবে।

(৪) যদি গ্রাহকের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি হিসাব পরিচালনা করে, সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;

(৫) ট্রাস্টি ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক গ্রাহকের পক্ষে পরিচালিত হিসাবের ক্ষেত্রে তাদের আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা ও তার যথার্থতা নিরূপণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৬) হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সনাক্তকরণপূর্বক ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষ স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী'র পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে

(ক) যদি কোনো গ্রাহক অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে হিসাব পরিচালনা করে, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক ছাড়াও উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) যদি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গ্রাহককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ/প্রভাবিত করে সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(গ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার হোল্ডার অথবা ২০% বা তদূর্ধ্ব একক শেয়ার হোল্ডারকে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী বিবেচনায় তার/তাদের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

(ঘ) গ্রাহক সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর ফিরতি ইমেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.০৩. CDD (Customer Due Diligence) সম্পাদন করা সম্ভব না হলে শাখার করণীয়

গ্রাহকের অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণের কারণে অথবা গ্রাহকের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত নির্ভরযোগ্য না হলে অর্থাৎ গ্রাহক পরিচিতির সন্তোষজনক তথ্য প্রাপ্তি এবং তা যাচাই সাপেক্ষে CDD সম্পাদন করা সম্ভব না হলে শাখা নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ

(১) ব্যাংক শাখা উক্তরূপ গ্রাহকের হিসাব খুলবে না বা লেনদেন করবে না অথবা প্রয়োজনে বিদ্যমান হিসাব বন্ধ করে দিবে।

(২) বিদ্যমান এরূপ হিসাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং হিসাব বন্ধ করার পূর্বে হিসাব বন্ধকরণের কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) ক্ষেত্রমত এরূপ গ্রাহকের বিষয়ে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

৬.০৪. গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Enhanced Due Diligence-EDD)

ব্যাংক কর্তৃক নিরূপিত উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন (High Risk) গ্রাহকের ক্ষেত্রে নিম্নরূপে গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা EDD গ্রহণ করতে হবে ঃ

(১) নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য উৎস (Independent and reliable sources) থেকে গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে;

(২) হিসাব খোলার উদ্দেশ্য, হিসাবের অর্থ বা সম্পদের উৎস জানার জন্য অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে, ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ; এবং

(৪) উক্ত হিসাবের লেনদেন নিয়মিতভাবে অধিকতর মনিটর করতে হবে।

৬.০৫ .ব্যক্তিগত হিসাব

কোনো একজন ব্যক্তি নিজ নামে ব্যাংকে যে কোন ধরনের হিসাব খুলতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তাঁর পরিচিতি নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্ত কাগজপত্র/তথ্য গ্রহণ করতে হবেঃ

- পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিক নাম (বাংলা ও ইংরেজীতে)
- পিতা ও মাতার পূর্ণ নাম
- স্বামী/স্ত্রীর নাম
- জন্ম তারিখ
- বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা
- পেশা এবং অর্থের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য
- যোগাযোগের তথ্য, যেমন- মোবাইল নম্বর বা টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা
- স্বাক্ষরসহ নমিনির তথ্য
- হিসাবধারীর ক্ষেত্রে পরিচিতি দানকারী কর্তৃক এবং নমিনির ক্ষেত্রে হিসাবধারী কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ছবি
- জাতীয় পরিচয়পত্র /জন্ম সনদ
- মোবাইল নম্বর

নিম্নোক্ত ফটোযুক্ত আইডিসমূহ গ্রাহক সনাক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেঃ

*বৈধ ও চলমান পাসপোর্ট

* বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স

* চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত চাকরিজীবীর ছবি ও স্বাক্ষর সম্বলিত আইড কার্ড।

সনাক্তকরণ সদনসমূহ যেগুলোতে ছবি এবং স্বাক্ষর থাকে না এবং যা সহজলভ্য , তা পরিচিতি প্রমাণের জন্য যথার্থ নয় যেমনঃ

৬.০৬.যৌথ হিসাব

যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে সকল হিসাবধারীর সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ নাম ও ঠিকানা মোতাবেক নিম্নোক্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

- পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিক নাম(বাংলা ও ইংরেজীতে)
- পিতা-মাতার পূর্ণ নাম
- স্বামী/স্ত্রীর নাম
- জন্ম তারিখ
- বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা
- পেশা এবং অর্থের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য
- যোগাযোগের তথ্য, যেমন- মোবাইল নম্বর বা টেলিফোন নম্বর/ই-মেইল ঠিকানা
- স্বাক্ষরসহ নমিনির তথ্য
- হিসাবধারীর ক্ষেত্রে পরিচিতি দানকারী কর্তৃক এবং নমিনির ক্ষেত্রে হিসাবধারী কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ছবি
- মোবাইল নম্বর/টেলিফোন নম্বর/ ইমেইল ঠিকানা

নিম্নোক্ত ফটোযুক্ত আইডিসমূহ গ্রাহক সনাক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেঃ

*বৈধ ও চলমান পাসপোর্ট
* বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স
* জাতীয় পরিচয়পত্র
* চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত চাকরিজীবীর ছবি ও স্বাক্ষর সম্বলিত আইড কার্ড।

সনাক্তকরণ সদনসমূহ যেগুলোতে ছবি এবং স্বাক্ষর থাকে না এবং যা সহজলভ্য , তা পরিচিতি প্রমাণের জন্য যথার্থ নয় যেমনঃ

- জন্ম সনদ
- স্থানীয় সরকার বা এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র
- ক্রেডিট কার্ড
- দেশের বাইরে ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স
- টিন সার্টিফিকেট

যদি কোনো গ্রাহক উপরিল্লিখিত সনদসমূহের যেটি ব্যবহার করতে চায়, তবে গ্রহণযোগ্য ও সামাজিকভাবে পরিচিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করে তার স্বাক্ষরিত একটি পরিচিতি সনদসহ উল্লিখিত কোনো একটি সনদ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক সনদসূহের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদৰেপ গ্রহণ করতে হবে। শাখাসমূহ কর্তৃক পাসপোর্টসমূহের যথার্থতা সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে।

গ্রাহকের ঠিকানা যাচাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- অনলাইনে জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই
- ব্যাংক অফিসিয়াল কর্তৃক সশরীরে যাচাই
- ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ডাক বিভাগের মাধ্যমে অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরিত পত্রের প্রাপ্তি স্বাৰরযুক্ত রশিদ;
- ব্যাংকের কাছে খুব পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে যাচাই

- গ্রাহকের ঠিকানায় প্রেরিত ইউটিলিটি বিল (০৩ মাসের বেশী পূর্বে নয়)
- টেলিফোন নির্দেশিকা, ক্লাব সংগঠনের সদস্য পদ যাচাই
- চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য যাচাই

গ্রাহকের অর্থের উৎস যাচায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দলিলাদিসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- চাকরিজীবিদের ক্ষেত্রে বেতনের সনদ
- চাকরিজীবিদের ক্ষেত্রে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র
- আয়কর সনদপত্র ও রিটার্নের কপি
- ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স (যদি সে নিজেকে ব্যবসায়ী হিসাবে ঘোষনা দেয়)
- সম্পত্তির বিক্রির প্রমাণপত্র
- এফডিআর নগদায়নের প্রমাণপত্র
- রিটায়ারমেন্ট সুবিধা প্রাপ্তির প্রমাণপত্র
- ফরেন রেমিটেন্স প্রাপ্তির প্রমাণপত্র
- ব্যাংক ঋণের প্রমানপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- পারিবারিক অন্যান্য আয় (যেমনঃ কৃষি খামার, ভাড়া, স্বামী/স্ত্রী বা সুবিধাভোগীর আয়, পারিবারিক অন্যান্য আয় ইত্যাদি) এর স্বপক্ষে যথাযথ ঘোষনাপত্র ও এতদসংক্রান্ত দলিলাদি
- অন্যান্য যে কোন উপায়ে অর্জিত অর্থের বিবরণ ও প্রমানপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৬.০৭.ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে

ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলা বা অন্য যেকোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সময় শাখা কর্তৃক নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবেঃ

- প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা এবং কার্যাবলীর প্রমাণক
- প্রতিষ্ঠানের নামে ইস্যুকত্ এবং নাবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স/সনদপত্র/লাইসেন্স
- আয়কর সনদ
- দোকানের মালিকানা সনদ (যেমন-ক্রয় অথবা পৈতিক সূত্রে প্রাপ্তির দলিলাদি)
- ভাড়াকৃত দোকান হলে দোকান ভাড়ার রশিদ
- পরিচয় প্রদানকারী কর্তৃক যথাযথ স্বাক্ষরকৃত হিসাবধারীর ছবি
- প্রোপাইটরের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য এবং সনাক্তকরণ দলিলাদি (একক ব্যক্তিক হিসাবের মত)
- শাখার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে অন্যান্য দলিলাদি

- ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি
- মোবাইল নম্বর/টেলিফোন নম্বর/ ইমেইল ঠিকানা

৬.০৮. কর্পোরেট বডি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব

প্রকৃত সুবিধাভোগী সনাক্তকরণে জটিলতা এবং প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর সম্ভাব্য জটিলতার কারণে কর্পোরেট সংস্থাগুলো এবং ট্রাষ্ট মানিলন্ডারিং এর জন্য বেশী ব্যবহৃত হতে পারে, বিশেষ করে যখন একটি বৈধ ট্রেডিং কোম্পানি জড়িত হয়। এসব ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ/পুনরায় অনুসন্ধান করা প্রয়োজনঃ

(১) আবেদনকারীর বৈধ অস্তিত্ব এবং আবেদনকারীর পক্ষে কার্য সমাধা করার জন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ

(২) কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা এবং সম্পদের উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রন রয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গ , শেয়ার হোল্ডারগণ অথবা কোম্পানির বিষয়ে যাদের উল্লেখ্যযোগ্য প্রভাব রয়েছে তাদেরকে সনাক্তকরণ

(৩) প্রতিষ্ঠানটি একটি বৈধ ট্রেডিং বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত , এটা কেবলমাত্র " নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান" নয় যেখানে নিয়ন্ত্রনকারী মুখ্য ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায় না তা নিশ্চিতকরণ।

(৪) আবেদকারী প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত, বন্ধ,গুটানো, অথবা পরিত্যক্ত হয়েছে কিনা তা জানা

(৫) প্রতিষ্ঠানটি যদি কাঠামো বা মালিকানা পরিবর্তন করে অথবা পরিচালিত ব্যবসার প্রকৃতি পরিবর্তন করে সন্দেহের উদ্রেক করে তবে পুনরায় অনুসন্ধানকরণ ইত্যাদি

এ ধরনের গ্রাহকের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নোক্ত তথ্য ও দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবেঃ

- সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন অথবা এর সমতুল্য কোন সনদের সার্টিফাইড কপি
- মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস্ এবং মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এর সার্টিফাইড কপি; বাই ল'জ বা সংবিধানের সার্টিফাইড কপি
- সার্টিফিকেট অব কমেন্সমেন্ট (কেবল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে ব্যবসা শুরু করার পর রেজিষ্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত)
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার হিসাব খোলার এবং হিসাব পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত পর্ষদের সভার সিদ্ধান্তের কপি
- আবেদনকারীর ব্যবসায়ের প্রকৃতি, সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কারণ, প্রত্যাশিত টার্নওভার , অর্থের উৎস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ গ্রহণযোগ্য আর্থিক বিবরণী
- প্রকৃত সুবিধাভোগী (যাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রন এবং সম্পদের উপর ২০% বা তার বেশী স্বার্থ রয়েছে এবং যাদের নির্দেশে হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীগণ কার্যসম্পাদন করে এবং যেখানে এ ধরণের ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ পূর্ণ সময়ের চাকরিজীবি ,কর্মকর্তা অথবা পরিচালক নয় তাদের) পরিচিতি সম্পার্কিত সন্তোষজনক প্রমাণক;
- হিসাবের স্বাক্ষরকারীগণের পরিচিত, কোম্পানীর সাথে তাদের সম্পর্কের বিস্থারিত এবং তার যদি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবি না হন তবে কোম্পানীর সাথে তাদের সম্পর্কের ব্যাখ্যা। স্বাক্ষর কারীগণের ধারাবাহিক পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাদি

- পরিচালকদের তালিকার কপি
- প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের সকল পরিচালকের TIN সার্টিফিকেট
- সকল পরিচালকের ব্যক্তিগত তথ্য বা প্রোফাইল এবং সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টসমূহ

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের (একক বা বৈধ সত্ত্বা) পরিচিত অবশ্যই সংগ্রহ ও যাচাই করতে হবে ঃ

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীগণ পরিবর্তিত হয়ে থাকলে , চলমান স্বাক্ষরকারীগণের পরিচিতি যাচাই করা হয়েছে কনা তা নিশ্চিত করতে হবে। উপরোক্ত, প্রতিষ্ঠানের কোন পরিচালক পরিবর্তন হচ্ছে কিনা , অথবা ব্যবসায়ের প্রকৃত / কার্যপদ্ধতি পরিবর্তিত হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবসা গ্রহণ করতে হবে যা উল্লেখ্যযোগ্যভাবে সম্পর্কিত হতে পারে।

৬.০৯.অংশীদারীত্ব ও অনিবন্ধিত ব্যবসায়ের হিসাব ঃ

অংশীদারী এবং অন্যান্য অনিবন্ধিত ব্যবসায়ের অংশীদার/ পরিচালক যাদের পরিচিতি ব্যাংকের অজানা, এক্ষেত্রে সকল অংশীদার বা সমতুল্য ব্যক্তিগণের পূর্ণাঙ্গ পরিচিত ব্যক্তিক হিসাবের মতো যাচাই করতে হবে। যেখানে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যবসায়িক চুক্তি বিদ্যমান, যেখানে হিসাব খোলা ও পরিচালনা করার জন্য অংশীদারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা প্রদানের অনুমোদন থাকতে হবে। অংশীদারী বা ব্যবসার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনসহ ঠিকানার প্রমানপত্র থাকতে হবে।

ব্যবসায়ের বৈধ উদ্দেশ্য আছে কিনা তা নিশ্চিত হবার জন্য অংশীদারী অথবা অনিবন্ধিত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এবং প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য যাচাই করতে হবে।

অংশীদারী ফার্মের হিসাব খোলা বা তার সাথে যেকোন ব্যাংকিং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে শাখা কর্তৃক অবশ্যই নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবেঃ

- সনাক্তকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যেক অংশীদারের দুই কপি ছবি
- নিবন্ধন সনদ
- অংশীদারী চুক্তি দলিল (নোটারীকৃত)
- ফার্মের পক্ষে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য কোনো অংশীদারীল অথবা ফার্মের কোনো কর্মকর্তার অনুকূলে প্রদত্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি
- পাওয়ার অব অ্যাটর্নিধারী ব্যক্তি এবং অংশীদারগণের পরিচিতসহ তাদের ঠিকানা সনাক্তকরণের জন্য আনুষ্ঠানিক কোনো বৈধ ডকুকেন্ট
- প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের সকল অংশীদারের TIN সার্টিফিকেট
- সকল অংশীদারের ব্যক্তিগত তথ্য এবং ছবি
- প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিত সম্পর্কিত সন্তোষজনক প্রমানক
- মোবাইল নম্বর/টেলিফোন নম্বর/ ইমেইল ঠিকানা

৬.১০. সোসাইটি, সমিতি , এনজিও , ক্লাব এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব

সোসাইটি, সমিতি , এনজিও , ক্লাব এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার সময় ব্যাংক শাখা কর্তৃক নিম্লোক্ত তথ্য ও দলিলাদিসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে ঃ

- নিবন্ধন সনদ (নিবন্ধকৃত হলে);
- অনিবন্ধকৃত হলে অনুমোদিত ব্যক্তি/কাঠামো কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষনা
- সংগঠনের নামে টেলিফোন/ইউটিলিটি বিল
- বায়োডাটাসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা
- হিসাব পরিচালনাকারী/ ট্রাস্টির জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি
- সংগঠন/ এনজিও এর প্রকৃতি সম্পর্কিত ডকুমেন্টস
- হিসাবের লেনদেন পরিচালনার জন্য প্রদত্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি (ট্রাস্টস্, ফাউন্ডেশন অথবা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে)
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় সংগঠনের হিসাব খোলার এবং হিসাব পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের সত্যায়িত কপি
- সনাক্তকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের ছবি
- হিসাব পরিচালনাকারীদের সকল তথ্যাদি,মোবাইল নম্বর/টেলিফোন নম্বর/ ইমেইল ঠিকানা সহ ব্যক্তিগত হিসাব খোলার ন্যায় সকল তথ্যাদি ।

৬.১১. নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন(এনবিএফআই)

নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন(এনবিএফআই).এর ক্ষেত্রে নিম্লোক্ত তথ্য ও দলিলাদিসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে ঃ

১) আবেদনকারীর বৈধ অস্তিত্ব এবং আবেদনকারীর পক্ষে কার্য সমাধা করার জন্য কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ

২) কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা এবং সম্পদের উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রন রয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গ , শেয়ার হোল্ডারগণ অথবা কোম্পানির বিষয়ে যাদের উল্লেখ্যযোগ্য প্রভাব রয়েছে তাদেরকে সনাক্তকরণ

৩) প্রতিষ্ঠানটি একটি বৈধ ট্রেডিং বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত , এটা কেবলমাত্র " নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান" নয় যেখানে নিয়ন্ত্রনকারী মুখ্য ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায় না তা নিশ্চিতকরণ ।

৪) আবেদকারী প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত, বন্ধ,গুটানো, অথবা পরিত্যক্ত হয়েছে কিনা তা জানা

৫) প্রতিষ্ঠানটি যদি কাঠামো বা মালিকানা পরিবর্তন করে অথবা পরিচালিত ব্যবসার প্রকৃতি পরিবর্তন করে সন্দেহের উদ্রেক করে তবে পুনরায় অনুসন্ধানকরণ ইত্যাদি

এ ধরনের গ্রাহকের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্লোক্ত তথ্য ও দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবেঃ

- সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন অথবা এর সমতুল্য কোন সনদের সার্টিফাইড কপি
- মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস্ এবং মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এর সার্টিফাইড কপি; বাই ল'জ বা সংবিধানের সার্টিফাইড কপি

- সার্টিফিকেট অব কমেন্সমেন্ট (কেবল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে ব্যবসা শুরু করার পর রেজিষ্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত)
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার হিসাব খোলার এবং হিসাব পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত পর্ষদের সভার সিদ্ধান্তের কপি
- আবেদনকারীর ব্যবসায়ের প্রকৃতি, সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কারণ, প্রত্যাশিত টার্নওভার , অর্থের উৎস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ গ্রহণযোগ্য আর্থিক বিবরণী।
- প্রকৃত সুবিধাভোগী (যাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রন এবং সম্পদের উপর ২০% বা তার বেশী স্বার্থ রয়েছে এবং যাদের নির্দেশে হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীগণ কার্যসম্পাদন করে এবং যেখানে এ ধরণের ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ পূর্ণ সময়ের চাকরিজীবী,কর্মকর্তা অথবা পরিচালক নয় তাদের) পরিচিতি সম্পার্কিত সন্তোষজনক প্রমাণক;
- হিসাবের স্বাক্ষরকারীগণের পরিচিত, কোম্পানীর সাথে তাদের সম্পর্কের বিস্থারিত এবং তার যদি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী না হন তবে কোম্পানীর সাথে তাদের সম্পর্কের ব্যাখ্যা। স্বাক্ষর কারীগণের ধারাবাহিক পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাদি
- পরিচালকদের তালিকার কপি
- প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের সকল পরিচালকের TIN সার্টিফিকেট
- সকল পরিচালকের ব্যক্তিগত তথ্য বা প্রোফাইল এবং সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টসমূহ মোবাইল নম্বর

৬.১২.দূতাবাসসমূহ

দূতাবাস সংশ্লিষ্ট হিসাব খোলার সময় নিম্নোক্ত তথ্য ও দলিলাদিসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে ঃ

- যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ভিসা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ।
- বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রনালয় হতে এনও সি।
- এছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য দলিলাদি।

৬.১৩.প্রভাবশালী ব্যক্তির (Influential Persons:IPs) ক্ষেত্রে করণীয়

'Influential persons' refers to, "Individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by domestic country for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials."

The following individuals must always be classed as Influential persons:

a) heads and deputy heads of state or government;

b) senior members of ruling party;

c) ministers, state ministers and deputy ministers;

d) members of parliament and/or national legislatures;

e) members of the governing bodies of major political parties;

f) Senior Secretary, Secretary, Additional secretary, joint secretary in the ministries;

g) Judges of supreme courts, constitutional courts or other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances;

h) governors, deputy governors, executive directors and general managers of central bank;

i) heads of the armed forces, other high ranking members of the armed forces and heads of the intelligence services;

j) heads of state-owned enterprises;

k) members of the governing bodies of local political parties;

l) ambassadors, chargés d'affaires or other senior diplomats;

m) city mayors or heads of municipalities who exercise genuine political or economic power;

n) board members of state-owned enterprises of national political or economic importance.

কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি (Influential Persons:IPs) উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হলে তার হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে-

১) নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ উৎস থেকে গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে;

২) হিসাব খোলার উদ্দেশ্য, হিসাবের অর্থ বা সম্পদের উৎস নিশ্চিত হওয়ার জন্য অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩) তাদের হিসাবের লেনদেন নিয়মিতভাবে অধিকতর পরীক্ষণ করতে হবে; এবং

৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে ।

৬.১৪. পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সন (Politically Exposed Persons -PEPs) এর ক্ষেত্রে করণীয়

Politically Exposed Persons (PEPs) refer to "Individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials." The following individuals of other foreign countries must always be classed as PEPs:

*heads and deputy heads of state or government;

*senior members of ruling party;

* ministers, deputy ministers and assistant ministers

* members of parliament and/or national legislature
* members of the governing bodies of major political parties;

*members of supreme courts, constitutional courts or other high level Judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances;

* heads of the armed forces, other high ranking members of the armed forces and heads of the intelligence services;

* heads of state-owned enterprises.

PEPs এর হিসাব খোলা ও পরিচালনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এ সার্কুলারে বর্ণিত প্রযোজ্য নির্দেশনা অনুসরণের পাশাপাশি নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে :

- ব্যাংককে তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী PEPs কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ (যেমনঃ উন্মুক্ত তথ্যের উৎস, বিভিন্ন ডাটাবেজ ব্যবহার ইত্যাদি);
- PEPs এর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন বা বিদ্যমান সম্পর্ক অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ;
- নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ উৎস থেকে গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ;
- হিসাব খোলার উদ্দেশ্য, হিসাবের অর্থ বা সম্পদের উৎস নিশ্চিত হওয়ার জন্য অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- তাদের হিসাবের লেনদেন নিয়মিতভাবে অধিকতর পরীক্ষণ; এবং
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার (CAMLCO) অনুমোদন গ্রহণ।
- PEPs এর পরিবারের সদস্য ও তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও উপরে উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ প্রযোজ্য হবে। উল্লিখিত ‘ PEPs’ হিসেবে কোনো মধ্যম বা অধঃস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবে না।

৬.১৫. আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে করণীয়

কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হলে তাঁর হিসাব খোলা ও পরিচালনায় বিএফআইইউ সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করতে হবে (এক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বলতে উক্ত সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত পরিচালক, উপপরিচালক, বোর্ডের সদস্য বা সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বুঝাবে)

* নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ উৎস থেকে গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ;

* হিসাব খোলার উদ্দেশ্য, হিসাবের অর্থ বা সম্পদের উৎস নিশ্চিত হওয়ার জন্য অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ;

* তাদের হিসাবের লেনদেন নিয়মিতভাবে অধিকতর পরীক্ষণ; এবং

* প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ।

৬.১৬. করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Correspondent Banking) সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে করণীয়

ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ব্যবহৃত হতে না পারে সে জন্য আন্তঃদেশীয় করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Cross Border Correspondent Banking) সম্পর্ক স্থাপন ও তা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে নিম্নের নির্দেশনাসমূহ পরিপালন করতে হবে :

১. করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পূর্বে তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকের ব্যবসায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তথ্যাদির অতিরিক্ত হিসেবে উন্মুক্ত উৎস (Open Source) হতেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ;

২.করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকটি সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকরভাবে তদারকী করা হয়, এ ব্যাপারে সন্তুষ্টি সাপেক্ষেই কেবলমাত্র কোনো বিদেশী ব্যাংকের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা বা বজায় রাখা;

৩.কোনো Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না বা বজায় রাখা যাবে না;

৪.ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে যে, রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক কোন Shell Bankকে সেবা প্রদান করছে না বা সম্পর্ক বজায় রাখছে না।

৫.যে সব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে (যেমন: ফাইন্যান্সিয়াল এ্যাকশন টাস্কফোর্সের Jurisdictions under Increased Monitoring এবং

৬. High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action হিসেবে তালিকাভুক্ত দেশ) সে সব দেশের ব্যাংকের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন বা বজায় রাখার বিষয়ে অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে FATF আরোপিত Counter Measures বাস্তবায়নের উপযুক্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব ব্যাংকের প্রকৃত সুবিধাভোগী এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তাদের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;

যে সকল রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক তাদের গ্রাহকদেরকে করেসপন্ডেট ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি লেনদেন সম্পাদন করার সুযোগ প্রদান করে থাকে (অর্থাৎ Payable through accounts) তাদের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে -

৭.রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক কর্তৃক তাদের গ্রাহকের CDD যথাযথভাবে সম্পাদন করার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে; এবং

৮.করেসপন্ডেট ব্যাংকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের CDD বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব মর্মে নিশ্চিত হতে হবে।

৯.বিদ্যমান সকল করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক সময় সময় পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে এবং উক্ত ক্ষেত্রেও বিএফআইইউ সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনাবলী প্রযোজ্য হবে।

৬.১৭. সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহকের (Non face to face customer) ক্ষেত্রে করণীয়

ব্যাংক তাদের সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহকের হিসাব খোলা বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি নিরসনের নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন করবে এবং সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে। এ ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidelines on e-KYC এর নির্দেশনা অনুসরণ করা যাবে। উল্লেখ্য, সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহক বলতে ঐ সকল গ্রাহককে বুঝাবে যারা ব্যাংক শাখায় সশরীরে উপস্থিত না হয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে, ব্যাংকের এজেন্টের মাধ্যমে বা নিজের পেশাদার প্রতিনিধির (আইনজীবী, একাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি) মাধ্যমে হিসাব খুলে থাকে এবং/অথবা লেনদেন পরিচালনা করে থাকে।

৬.১৮. যথাযথ সনাক্তকরণ দলিলবিহীন ব্যক্তিবর্গের হিসাব

অধিকাংশ মানুষের জীবনের কোন না কোন সময় আর্থিক পদ্ধতি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। সামাজিক বা আর্থিকভাবে অনগ্রসর লোকজন যেমন বয়স্ক, অক্ষম, পথশিশু অথবা ভবঘুরে, ছাত্র এবং নাবালকদের শুধু পরিচিতির প্রমানপত্র বা ঠিকানা না থাকার কারণে আর্থিক সেবা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হবে না। এ অবস্থার ক্ষেত্র বিশেষে কমন সেন্স প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং কঠোর এন্টি-মানিলন্ডারিং পন্থার বিষয়ে ছাড় না দিয়েই কাঙ্খিত গ্রাহকের রিস্ক প্রোফাইলে কিছু নমনীয়তা সুপারিশ করা যেতে পারে। ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অবশ্যই এটি বিবেচনা করবে এবং এ সমস্ত ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতিতে কিভাবে পরিচিতি নিশ্চিত করা যেতে পারে সে বিষয়ে কর্মচারীদের বিশেষভাবে পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

যখন কোন ব্যক্তি কোথাও বিনা ভাড়ায় থাকেন বা যার জন্য তিনি তার ঠিকানায় কোন দালিলিক প্রমাণ দিতে পারেন না, সেক্ষেত্রে তার ঠিকানায় বিষয়ে কোন অভিবাবক বা অনুরুপ পেশাদারীর নিশ্চয়তাপত্র গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য হবে। একজন ব্যবস্থাপক কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক শুরুর অনুমোদন দিতে পারেন যদি তিনি পরিচিতির নিশ্চয়তার বিষয়ে সন্তুষ্ট হন, তবে শর্ত থাকে যে,

কাস্টমারের ফাইলে অবশ্যই ব্যবস্থাপকের অনুমোদনের রেকর্ড রাখতে হবে এবং অবশ্যই এ রেকর্ড রাখতে হবে ঐভাবে অন্যান্য রেকর্ড যে প্রক্রিয়ায় ও যে সময়ের জন্য রাখা হয়।

ছাত্র বা অন্য যুবকদের ক্ষেত্রে সাধারণ সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া যতদূর সম্ভব উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করতে হবে । যেখানে এ প্রক্রিয়া প্রাসঙ্গিক হবে না বা পরিচিতির প্রমাণ সন্তোষজনক নয়, পিতামাতার নন, ঐ ব্যক্তির পরিচিতি এবং হিসাবের ওপর নিয়ন্ত্রনকারী অন্য ব্যক্তির পরিচিতিও যাচাই করতে হবে।

৬.১৯. নাবালক

নাবালকের হিসাবের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সনাক্তকরনের প্রকৃিয়া যথাযথভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করতে হবে। যেখানে এ ধারনের প্রকৃিয়া যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে পিতামাতার আবাসিক ঠিকানা অনুয়ায়ী যাচাই করতে হবে।স্বাভাবিক ভাবে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এমন একজন পারিবারিক সদস্য বা অভিভাবক নাবালকের হিসেবে পরিচিতি প্রদান করবে। যেক্ষেত্রে হিসাব খুলতে আসা ব্যক্তি পূর্ব পরিচিত নয়,সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বা অন্য যে কোন ব্যক্তি যিনি হিসাবটি পরিচালনা করবেন তার পরিচয় যাচাই করতে হবে। আবেদনকারীর এক কপি জন্ম সনদ পত্র অবশ্যই নথিতে সংযুক্ত করে রাখতে হবে।

৬.২০. নিরক্ষর ব্যক্তি

নিরক্ষর ব্যক্তির কেওয়াইসি করতে হবে। কেবলমাত্র আমানতকারীর ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে। গ্রহক পরিচিতির স্বপক্ষে নিম্নোক্ত দলিলাদি গ্রহন করতে হবে-

(ক) জাতীয়তাসনদপত্র

(খ) টিআইএন নম্বর/ড্রাইভিং লাইসেন্স (যদি থাকে)

(গ) পাসপোর্ট ও নিয়োগকর্তা প্রদত্ত পরিচিতিপত্র অথবা ওয়ার্ড কমিশনার/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান প্রদত্ত পরিচয়ের প্রত্যয়নপত্র অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র যে কোন একটি

(ঘ) হিসাবধারীর আলোকচিত্র অর্থাৎ ফটোকপি (আবশ্যিকভাবে) গ্রহনীয়।

(ঙ) যথানিয়মে নমিনি মনোনয়ন গ্রহন ও সংরক্ষণ।

(চ) মোবাইল নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৬.২১. হিসাব খোলা/ রিপোর্টিং কর্মকর্তার দায়-দায়িত্ব

(১) হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহক পরিচিতির সঠিক ও পূর্নাঙ্গ তথ্য গ্রহন ও সংরক্ষন করতে হবে।

(২) KYC, TP সংগ্রহ ও ঝুঁকির ভিত্তিতে গ্রাহকদের শ্রেনীকরন কাজ। সকল কাগজপত্র গৃহীত হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হতে হবে এবং KYC Profile সম্পদন ও সংরক্ষন করবেন ।হিসাব খোলার প্রতিটি ঘর সঠিক নিয়মে পূরন করতে হবে।

(৩)গ্রাহকদের সঠিক ও পূর্নাঙ্গ তথ্য নগদ লেনদেন রিপোর্টে (CTR) অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

(৪) উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের শ্রেনীকরন এবং এ ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা বা Enhanced Due Diligence (EDD) অবলম্বন করতে হবে।

৭.০. ওয়্যার ট্রান্সফার (Wire transfer)

"ওয়্যার ট্রান্সফার (Wire transfer)" বলতে এমন আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে যাতে কোনো আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে অপর কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের শাখার সহায়তায় বেনিফিশিয়ারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদান করে।

সকল ধরণের ওয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী গ্রহণ নিশ্চিতকরণঃ

আন্তঃদেশীয় ওয়্যার ট্রান্সফার :

১) সাধারণ বা বিশেষ অনুমতির আওতায় অন্যূন ১,০০০(এক হাজার) বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের অপরাপর বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তঃদেশীয় ওয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং উক্ত তথ্য ইন্টারমিডিয়ারি/বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকে প্রেরণ করবে। উক্ত তথ্যের মধ্যে আবেদনকারীর হিসাব নম্বর বা হিসাব নম্বর না থাকলে লেনদেনের সুনির্দিষ্ট সূত্র নম্বর (Unique Transaction Reference Number) অন্তর্ভুক্ত থাকবে; যাতে পরবর্তীতে লেনদেনটি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়াও বেনিফিশিয়ারি সম্পর্কিত তথ্যের মধ্যে বেনিফিশিয়ারির হিসাব নম্বর বা হিসাব নম্বর

না থাকলে লেনদেনের সুনির্দিষ্ট সূত্র নম্বর (Unique Transaction Reference Number) অন্তর্ভুক্ত থাকবে; যাতে পরবর্তীতে লেনদেনটি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সীমার নীচের লেনদেনসমূহের ক্ষেত্রে আবেদনকারী ও বেনিফিশিয়ারি সম্পর্কিত তথ্য (যা যাচাইয়ের প্রয়োজন হবে না) যেমন: নাম, ঠিকানা ইত্যাদি এবং হিসাব নম্বর বা হিসাব নম্বর না থাকলে লেনদেনের সুনির্দিষ্ট সূত্র নম্বর (Unique Transaction Reference Number) অন্তর্ভুক্ত করবে; যাতে পরবর্তীতে লেনদেনটি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

৩) আন্তঃদেশীয় ওয়্যার ট্রান্সফারের অর্থ বেনিফিশিয়ারিকে প্রদানের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারি সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করবে; এবং

৪) যে সকল ক্ষেত্রে একক আবেদনকারী কর্তৃক একাধিক আন্তঃদেশীয় ওয়্যার ট্রান্সফারের মাধ্যমে একাধিক বেনিফিসিয়ারির অনুকূলে ব্যাচ ফাইলে গুচ্ছাকারে (Bundled in a batch file) প্রেরণ করা হয় সে সকল ক্ষেত্রে ব্যাচ ফাইলে আবেদনকারীর সঠিক ও বেনিফিসিয়ারির পূর্ণাঙ্গ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করবে। এছাড়াও, আবেদনকারী ও বেনিফিশিয়ারির হিসাব নম্বর বা হিসাব নম্বর না থাকলে লেনদেনের সুনির্দিষ্ট সূত্র নম্বর (Unique Transaction Reference Number) অন্তর্ভুক্ত থাকবে; যাতে পরবর্তীতে লেনদেনটি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

অভ্যন্তরীণ ওয়্যার ট্রান্সফার

১) ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত অভ্যন্তরীণ ওয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা বেনিফিশিয়ারির পরিচিতি সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ ও যাচাইয়ের সময় প্রযোজ্য নির্দেশনাসমূহ পরিপালন করবে;

২) ডবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ওয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে (পণ্য ও সেবা ক্রয় ব্যতীত) পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করবে; এবং

৩) সরকারি, আধাসরকারি, বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ওয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত নির্দেশনাসমূহের পরিপালন বাধ্যতামূলক নয়। আন্তঃব্যাংক লেনদেন কার্যক্রমের নির্দেশনা পরিপালন অব্যাহতি যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে।

৭.০১.ওয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা

১) এতদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশনা, এ ইউনিট কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা এবং এ সম্পর্কিত সব আইন ও বিধিবিধান যথারীতি অনুসরণ করবে; এবং

২) আন্তঃদেশীয় ওয়্যার ট্রান্সফার এবং অভ্যন্তরীণ ওয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কিত সব আইন ও বিধিবিধান যথারীতি পরিপালন করবে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন ১২৬৭ ও তার অনুবর্তী রেজুলেশনসমূহ, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১৩৭৩ এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তার ও উহাতে অর্থ সংস্থান প্রতিরোধ, দমন এবং ব্যাহতকরণ সম্পর্কিত রেজুলেশনসমূহের বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে :

১) প্রত্যেক ব্যাংকে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত লেনদেন প্রতিরোধ ও শনাক্ত করার লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে,

ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা জারী করবে, সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে এবং বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করবে;

২)সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সম্পর্কিত সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হবার সাথে সাথে উক্ত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার কোনো ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অবিলম্বে বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণ করবে;

৩)প্রতিটি ব্যাংক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার হালনাগাদ তথ্য ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে;

৪) প্রতিটি ব্যাংক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোনো রেজুলেশনের আওতায় বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার নামে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা কোনো সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার নামে ব্যাংক হিসাব রয়েছে কি না বা কোনো লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন পর্যালোচনা করবে। এছাড়াও এ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত False Positive সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করবে। তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা কোনো সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার কোনো ব্যাংক হিসাব বা লেনদেন চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক উক্ত হিসাবের লেনদেন বা লেনদেনটি স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে; এবং

৫) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত রেজুলেশনসমূহের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidance Notes for Prevention of Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction এর নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

৮.০.অর্ডারিং, ইন্টারমিডিয়ারী ও বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকের করণীয়

১)অর্ডারিং ব্যাংক :

অর্ডারিং ব্যাংককে ওয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিশ্চিত করবে। এছাড়া অর্ডারিং ব্যাংককে বেনিফিশিয়ারির অর্থবহ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ সব তথ্য ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তা অবিলম্বে সরবরাহ করতে হবে। এছাড়াও অর্ডারিং ব্যাংক বর্ণিত নির্দেশনা পূরণ না করে কোনরূপ আন্তঃদেশীয় এবং অভ্যন্তরীণ ওয়্যার ট্রান্সফার কার্যক্রম সম্পাদন করবে না।

২) ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক :

ক) আন্তঃদেশীয় ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরণের ওয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে অর্ডারিং ব্যাংক ও বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকের মাঝে কোনো ব্যাংক যে কোনো ধরণের ইন্টারমিডিয়ারী হিসেবে কার্য সম্পাদন কালে উক্ত ব্যাংক কর্তৃক আবেদনকারী এবং বেনিফিশিয়ারি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে। আবেদনকারী এবং বেনিফিশিয়ারি সম্পর্কিত অপর্যাপ্ত তথ্যাদি চিহ্নিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও অর্ডারিং ব্যাংক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য কোনো ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক) হতে প্রাপ্ত তথ্য ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

খ) প্রতিটি ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক কর্তৃক ওয়্যার ট্রান্সফার সম্পাদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা বেনিফিশিয়ারির তথ্যের অভাবে উক্ত ট্রান্সফার সম্পাদন বা স্থগিতকরণ বা রহিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় ফলোআপ কার্যক্রমের জন্য সংশিষ্ট ব্যাংকে একটি ঝুঁকিভিত্তিক নীতিমালা ও পদ্ধতি থাকবে।

৩) বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক :

ক) ওয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেন কার্যক্রমে জড়িত বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক আবেদনকারীর বা বেনিফিশিয়ারির পূর্ণাঙ্গ তথ্যের কোনো ঘাটতি আছে কি না তা যাচাই করার জন্য একটি ঝুঁকিভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন করবে। বেনিফিশিয়ারির পূর্ণাঙ্গ তথ্যের কোনো ঘাটতি অথবা পরিচিতি যাচাই না করা হয়ে থাকলে [অন্যূন ১,০০০(এক হাজার) বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মার্কিন ডলার বা সমতুল্য পরিমাণ অপরাপর বৈদেশিক মুদ্রা র লেনদেনের ক্ষেত্রে] প্রয়োজনবোধে সংশিষ্ট পক্ষসমূহ পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে বা অন্যান্য সূত্র ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করবে বা পরিচিতি যাচাই করবে। প্রাপক/ বেনিফিশিয়ারিকে অর্থ পরিশোধের সময় বেনিফিশিয়ারি ব্যাংককে প্রাপক/ বেনিফিশিয়ারির পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

গ) প্রতিটি বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক কর্তৃক ওয়্যার ট্রান্সফার সম্পাদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা বেনিফিশিয়ারির তথ্যের অভাবে উক্ত ট্রান্সফার সম্পাদন বা স্থগিতকরণ বা রহিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় ফলোআপ কার্যক্রমের জন্য সংশিষ্ট ব্যাংকে একটি ঝুঁকিভিত্তিক নীতিমালা ও পদ্ধতি থাকবে।

৯.০ কার্ড/ইন্টারনেট ব্যাংকিং/মোবাইল ব্যাংকিং

শাখা কর্তৃক সুবিধা প্রদান করা হলে বিএফআইইউ সার্কুলারের নির্দেশনা ও ব্যাংকের নিজস্ব যে সকল দিক নির্দেশনা থাকবে তা অনুসরণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবের আপডেট করে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংযুক্ত অবস্থায় নির্দিষ্ট ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

১০.০ আপনার গ্রাহকের গ্রাহককে জানুন (Know Your Customer's Customer)

এএমএল এবং সিএফটি সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ পরিপালন নিশ্চিত করতে গ্রাহকের গ্রাহকদের সম্পর্কে জানা এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি অনুশীলন করা প্রয়োজন। গ্রাহকের ব্যবসা সনাক্তকরণ/যাচাইয়ের জন্য গ্রাহকের গ্রাহককে জানা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

- গ্রাহকের গ্রাহক-এর সঠিক সনাক্তকরণ যেমনঃ নাম, ঠিকানা, ব্যবসায়ের ধরণ ইত্যাদি একটি তালিকা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রয়োজন অনুযায়ী নূন্যতম ৬ মাস পর পর উক্ত তালিকা পর্যালোচনা এবং গ্রাহকের গ্রাহকদের ব্যবসায়ের পটভূমি নিরীক্ষা করতে হবে।
- গ্রাহকের গ্রাহকদের কর্তৃক সম্পাদিত লেনদেনসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে হবে
- পরোক্ষভাবে গ্রাহকের গ্রাহক-এর ব্যবসা মনিটর করতে হবে

১১.০. কর্মচারী পরিচিতি (Know Your Employees)

- কর্মচারী পরিচিতি একটি সতর্কতামূক ব্যবস্থা যা কর্মচারীর অতীত কার্যকলাপ, স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং মানিলন্ডারিং এ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা বুঝতে সহায়তা করে। প্রতারণামূলক লেনদেনে কর্মচারীদের সম্পৃক্ততার প্রচুর প্রমান আছে এবং অধিকাংশ ঘটনায় গ্রাহকের সাথে তাদের সংশ্লেষ রয়েছে। এ কারণে কর্মচারীদের পরিচয়ের পূর্ণাঙ্গ যাচাই বাছাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- বিরাট মুল্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বুঝতে পারে যে, প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠানকে গ্রাহকের ন্যায় একই ধরণের মানিলন্ডারিং ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। গ্রাহক পরিচিত এবং কর্মচারী পরিচিতি সমান গুরুত্ব বহন করে। নিজস্ব জনবলের দ্বারা সময় , অর্থ ও সুনামের ক্ষতি হওয়ার পূর্বেই ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে যথাযথভাবে সনাক্ত ও সম্ভাব্য সমস্যা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য একটি প্রোগ্রাম প্রণয়ন করা প্রয়োজন। অবাঞ্চিত কর্মচারী গ্রহণ না করা/অসৎ কর্মচারীগণকে অপসারণের জন্য সম্ভাব্য ও বিদ্যমান কর্মচারীগণের অতীত বিশেষত অপরাধের ইতিহাস যাচাই করা প্রয়োজন।
- গ্রাহক প্রদত্ত তথ্যাদির সঠিকতা এবং সম্ভাব্য কর্মচারীর অপরাধের ইতিহাস না থাকা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি কার্যকর উপাদান হতে পারে। একজন কর্মচারীর পদের সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে তার অতীত অধিকতর যাচাই করা প্রয়োজন । সম্পর্ক, অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এই যাচাই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।
- নীতিমালা, কার্যপ্রণালী, জব ডেস্ক্রিপশন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ , অনুমোদন স্তর, ক্ষমতার স্তর, কমর্চারী আইন-কানুন ও বিধিবিধানের পরিপালন, আচরণবিধি/নৈতিকতা, জবাবদিহিতা, দ্বৈত নিয়ন্ত্রন এবং অন্যান্য প্রতিরোধকসমূহ কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। KYE প্রয়োজনীয়তা ব্যাংকের মানব সম্পদ নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত করা এবং তা অনুশীলন করতে হবে।

১২.১. পাওয়ার অব অ্যাটর্নি /হিসাব পরিচালনার জন্য ম্যান্ডেট প্রদান

যদি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ একটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে , সে ক্ষেত্রে পাওয়ার অব এ্যাটর্নিধারীগণ , এ্যাটর্নি ক্ষমতা এবং তৃতীয় পক্ষীয় ম্যান্ডেট দানকারী ব্যক্তির যথাযথভাবে সনাক্তকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের হিসাবের লেনদেন যথাযথভাবে মনিটর করতে হবে।

১২.২. তহবিলে উৎস যাচাইকরণ

ব্যাংকের উচিত কোনো ব্যাক্তির সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন বা সিডিডি সম্পাদন করার সময় তা অর্থের উৎস সংক্রান্ত দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাই করা। দলিলাদির মধ্যে থাকবে বর্তমান নিয়োগের প্রমাণ , স্যালারী সার্টিফিকেট/কপি/এ্যাডভাইস, পেনশন বহি, আর্থিক বিবরণী , আয়কর রিটার্ন , ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজ বা অন্য যে কোন দলিল যা শাখার কাছে সন্তোসজনক মনে হবে। গ্রাহকের করযোগ্য আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য শাখা কোন ব্যক্তিকে E-TIN সনদ জমা দিতে বলতে পারে।

১২.৩. ঠিকানা যাচাইকরণ

শাখা কর্তৃক কোনো ব্যক্তির সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন বা গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পাদন করার সময় অবশ্যই তার ঠিকানা যাচাই করতে হবে। শাখা থেকে স্ব-শরীরে গিয়ে বা নির্ভরযোগ্য মেইল বা কুরিয়ার সার্ভিস এর মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে। শাখার সন্তুষ্টি মোতাবেক অন্য যে কোনো ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে পারে (যেমন-সাম্প্রতিক গ্যাস/বিদ্যুৎ/পানির বিল যেখানে গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকবে)।

গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত দলিলাদি বা ব্যাংক কর্তৃক ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সংগৃহীত দলিলাদি বা উভয় পন্থায় আহরিত তথ্যের যাচাই প্রক্রিয়া অবশ্যই নির্ভরযোগ্য ও স্বতন্ত্র উৎসের ভিত্তিতে হতে হবে। যেখানে সামনাসামনি সাক্ষাতের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়, সেক্ষেত্রে তথ্য যাচাই প্রক্রিয়ায় গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত দলিলাদির মূল কপির সাথে মিল আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।

১২.৪. ঠিকানা বা অন্য যেকোন পরিবর্তন

গ্রাহকের ঠিকানা বা পেশা সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী যেকোন পরিবর্তন সম্পর্কে শাখাসমূহ সতর্ক থাকবে এবং গ্রাহকের এর অংশ হিসাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে।সাধারণত এটি ভাল ব্যবসায়িক অনুশীলন এবং সতর্কতা হিসাবে সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেও এটা সম্পাদন করতে হবে।

১২.৫. যাচাইয়ের সময় ও সময়কাল

গ্রাহকের সাথে হিসাব খোলার সম্পর্কের শুরুতে যাচাই প্রক্রিয়া সম্পাদন করার সর্বোত্তম সময়। হিসাবে কোন লেনদেন সংঘটিত হবার পূর্বেই পরিচিতি যাচাই করা উচিত।

এছাড়া, নিম্নোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে পুনরায় যাচাই করা উচিত ঃ

- হিসাব খোলার সময় পরিচিতির নিমিত্তে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে , তা পর্যাপ্ত বা সঠিক নয় এমন ধারনা হলে
- গ্রাহকের ঠিকানা , পেশা বা অন্য যেকোন তথ্য পরিবর্তন হলে
- হিসাবের স্বাক্ষরকারী বা ব্যবসায়ের আকার,প্রকৃতি ইত্যাদি পরিবর্তিত হলে

- এছাড়া স্বাভাবিক নিয়মে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবসমূহে ০১ (এক) বছর এবং নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবসমূহে ০৫ (পাঁচ) বছর পর পর গ্রাহকের হালনাগাদ করার সময়।

১২.৬. দলিলাদির যথার্থতা

আবশ্যিকভাবে বিস্তৃত পরিসরে দলিলাদি সংগ্রহ করতে হবে যা গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতি বহন করবে। প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের জন্য দলিলাদির যথার্থতা অন্যান্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহনের উপর নির্ভর করে যাহোক, যে সকল দলিলাদি সহজে জাল করা যায় অথবা যা মিথ্যা সনাক্তকরণে ব্যবহার করে অর্জন করা যায় , সে সব দলিলাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত।

১২.৭ রেকর্ড সংরক্ষণ

রেকর্ড সংরক্ষণ হচ্ছে নিরীক্ষা কার্যক্রমের একটি অপরিহার্য উপাদান, যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপরাধীর অর্থ চিহ্নিত ও বাজেয়াপ্ত করতে যে কোন আর্থিক তদন্তে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আইন ও বিধিমালা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। প্রতিটি শাখা আইনগত ও নিয়ন্ত্রমূলক বাধ্যবাধকতা পরিপালন কাজের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ হিসেবে গ্রাহক সনাক্তকরণ ও লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত যে কোন তদন্ত পরিচালনায় প্রমান হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করবে।

১২.৮. সংরক্ষণের যোগ্য রেকর্ডমূহ

রেকর্ড সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে হলো একটি তদন্ত চলাকালে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র সরবরাহ করা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

- গ্রাহকের তথ্য
- লেনদেনসমূহ
- অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সন্দেহজনক রিপোর্ট
- CCC/CAMLCO হতে রিপোর্ট
- প্রশিক্ষণের কার্যকরিতা সম্পর্কিত তথ্য

১৩.০. লিগ্যাসী হিসাবের ব্যবস্থাপনা

৩০ এপ্রিল, ২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা যে সকল হিসাবে এখনও KYC গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়নি, তাকে লিগ্যাসি হিসাব বলা হয়। এই লিগ্যাসি হিসাবসমূহকে ডরমেন্ট করে রাখতে হবে। এসব হিসাবে কোন অবস্থায় উত্তোলন অনুমোদন করা যাবে না, শুধু জমা করা যাবে। যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর এসব হিসাবকে সম্পূর্ণরূপে সচল করা যাবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির কাছে এধরণের হিসাবসমূহের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে।

এক নজরে নীতিমালা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রেক্ষাপটে আমাদের গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালার মূল নীতিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- বিকেবি এর কোন Shell Company এর সাথে কোন ধরনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করবে না ।
- ব্যাংক বেনামে বা ছদ্মনামে কোন হিসাব খুলবে না ।
- ব্যাংক শুধু নম্বরযুক্ত কোনো গ্রাহকের হিসাব খুলবে না বা পরিচালনা করবে না।

- ব্যাংক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার কোনো হিসাব খুলবে না বা পরিচালনা করবে না।

- ব্যাংক শুধু সেসকল গ্রাহককে গ্রহণ করবে, যাদের পরিচিতি প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচ্ছন্ন ডকুমেন্ট এবং ব্যবসা কেন্দ্র অথবা আবাসস্থলের বাস্তব অবস্থান আছে।

- ব্যাংকের সর্তকতামূলক ব্যবস্থা পরিপালনে যার স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্যসমূহ সরবরাহ করবে , ব্যাংক শুধু সেসকল গ্রাহককে গ্রহণ করবে।

- ব্যাংক তার গ্রাহকদেরকে ঝুঁকির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করবে,যার বিস্তারিত এর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

- সুবিধাবঞ্চিত গ্রাহকগণ হয়ারানির সম্মুখীন হচ্ছে না মর্মে ব্যাংক নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

- গ্রাহকের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা কর্মকর্তার দায়িত্ব।

- গ্রাহক নির্বাচনের পূর্বে ব্যাংক প্রত্যেক এবং সকল গ্রাহকের পরিচিতি যাচাই করবে।

- গ্রাহক হিসাবে গ্রহণ করার পূর্বে ব্যাংক আবেদনকারীর ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের বিস্তারিত রেকর্ড মূল্যায়ণ ও সংরক্ষণ করবে। একই সময়ে একক বা যৌথ হিসাবসমূহ ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

- যদিও ব্যবসায়িক বিবেচনা গ্রাহক নির্বাচনে সর্বাধিক গুরুর্ত্বপূর্ণ,তথাপিও ব্যবসায়ের স্বচ্ছতা এবং বৈধতা প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হবে।

- PEPs এর হিসাব খোলার ক্ষেত্রে CAMLCO এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং IPs ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার হিসাব খোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপ-মহাব্যবস্থাপকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে, তবে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন IPs এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার হিসাব খোলার ক্ষেত্রে CAMLCO অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

- উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবের ক্ষেত্রে ০১(এক) বছর পরপর এবং নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবের ক্ষেত্রে ৫ বছর পরপর KYC হালনাগাদ করতে হবে।

- এছাড়া গ্রাহক নির্বাচন সংক্রান্ত বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।